গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর
উদ্ভাবনী উদ্যোগ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনলাইন ডাটাবেজ
দেশের শিল্পায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারি সংস্থা হিসেবে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেবামূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি বিসিক দেশের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যাবতীয় তথ্য সেবা সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সংস্থা, স্থানীয় পরিষদ, জনপ্রতিনিধি, গবেষক ও সংশ্লিষ্টদের নিয়মিতভাবে দিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের এ সময়ে শিল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিসিক a2i (Access to intormation) প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় দেশের সমগ্র অঞ্চলের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ, দেশে বর্তমানে কম-বেশি প্রায় ১০ লক্ষ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এ সমস্ত শিল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য একই স্থান হতে সংগ্রহ করার কোন সুবিধা না থাকায় নতুন শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দেশের শিল্পায়ন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা বিড়াম্বনার সম্মুখীন হয়ে থাকে ; যা প্রকারান্তরে দেশের শিল্পায়নকে বাঁধাগ্রস্থ করে। এ অবস্থা নিরসণে বিসিকের অনলাইন ডাটাবেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ডাটাবেজ হতে অনলাইনে শিল্পের তথ্য সংগ্রহের ব্যয় ও সময়ক্ষেপণ প্রায় শূন্যের কোঠায় উপনীত হবে। উদ্যোগটির পাইলটিং ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পাইলটিং এর আওতায় রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার ৬৩ হাজার শিল্প ইতোমধ্যে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে ও এটুআই এর সহযোগিতায় দেশের অবশিষ্ট প্রায় ৯ লক্ষ শিল্প এ ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সে লক্ষ্যে এ জেলার শিল্পগুলো অনলাইন ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

দেশে এই প্রথম শিল্পের যাবতীয় তথ্যের অনলাইন ডাটাবেজ

০১) এ ডাটাবেজ হতে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রায় সব তথ্য অনলাইনে একই স্থান থেকে দ্রুত পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিল্পের তথ্য সংগ্রহের জন্য সময় ও খরচ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং বিভিন্ন দপ্তরে যাওয়া আসার প্রয়োজন হবে না;

০২) দেশে ও দেশের বাইরে যে কোন স্থান হতে ডাটাবেজ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। বর্তমানে দেশে এ ধরনের ডাটাবেজ না থাকায় বিভিন্ন দপ্তর হতে শিল্পের তথ্য সংগ্রহ করার বিড়াম্বনার কারণে অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হতাশ হয়ে শিল্প উদ্যোগ বাতিল করতে বাধ্য হন যা দেশের শিল্পায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে;

০৩) এলাকাভিত্তিক (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড) শিল্পের অবস্থা এ ডাটাবেজের মাধ্যমে মুহূর্তে জানা যাবে যা এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সহায়ক হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ডাটাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এলাকার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন যা এতদিন সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, স্থানীয় ও জাতীয় ব্যবসায়ী সংগঠন এবং শিল্পমালিক সমিতিসমূহ (চেম্বার, নাসিব) অনেক তথ্য সহজেই ডাটাবেজের মাধ্যমে সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন;

০৪) স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প আয়ের উদ্যোক্তা, নারী ও বিভিন্ন পেশার শ্রমিকগণ স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত অনেক তথ্য এ ডাটাবেজ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন;

০৫) তদুপরি, এলাকার শিল্পের অবস্থান ও ঠিকানা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাভজনক মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ ও পণ্য বিপণনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে উপকৃত হবেন;

০৬) গবেষক, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় হালনাগাদ তথ্য একই স্থান হতে সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন যা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে;

০৭) নতুন ও বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ডাটাবেজ থেকে লাভজনক উৎপাদন ও পণ্য বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাবে যা শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সার্বিকভাবে ডাটাবেজটি জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

শিল্প মালিক ও কারুশিল্পীগণ এ ডাটাবেজ থেকে যে সুবিধাদি পাবেন

০১) এ ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শিল্পগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিক প্রদত্ত সেবা (শিল্পপ্লট, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে ট্যাক্স হ্রাসের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ লাভের সুপারিশসহ অন্যান্য সুবিধাদি) প্রদান করা হবে। সে সাথে সরকারিভাবে দেয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে এ ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শিল্পগুলোর জন্য বিসিক সুপারিশ প্রদান করবে;

অ: পৃ: দেখুন

০২) ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য বিক্রয়ে দেশে ও বিদেশে বিসিক আয়োজিত মেলা/প্রদর্শনীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও হ্রাসকৃত মূল্যে স্টল স্থাপনের সুযোগ পাবে;

০৩) ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শিল্পগুলোর দেশের সর্বত্র এবং বিদেশে অনলাইনে পণ্য বিপণনের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে যা এতদিন এ শিল্পগুলোর ছিল না। কারণ, দেশি ও বিদেশি ক্রেতারা কোন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে পণ্য বাছাই ও ক্রয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে থাকেন। এ বাস্তবতায় বিসিকের এ ডাটাবেজে নিজের শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করে কারুশিল্পী ও শিল্প মালিকগণ বিনা ব্যয়ে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার সুবিধা ও পণ্য বিপণন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন। বর্তমান সময়ে অনলাইনে পণ্যের প্রচার ও বিপণনের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প আয়ের অধিকাংশ কারুশিল্পীর ও শিল্পদ্যোক্তারই আর্থিক সামর্থ্য ও প্রযুক্তিগত ধারণা নাই যে নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলবেন। তাই এ ডাটাবেজ শিল্পদ্যোক্তা ও কারুশিল্পীদের জন্য আশীর্বাদস্বরুপ হবে আশা করা যায়;

০৪) কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো এ ডাটাবেজ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে শিল্প মালিকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে লাভজনক মূল্যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহে আগ্রহী হবেন যা কম মূল্যে মানসম্পন্ন কাঁচামাল, উন্নত যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রাপ্তিতে সুবিধা প্রদানের যে সুযোগ সৃষ্টি করবে তা এ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভজনক উৎপাদন ও বিপণন সুবিধার দিগন্ত বিস্তৃত করবে;

০৫) শিল্পগুলোকে বিসিকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্থিত্বের প্রশ্নটির একটি সমাধান হওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হবে তা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহজেই Trade License, VAT এবং TIN Certificate প্রাপ্তি নবায়ন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা প্রভৃতি বিষয় অনেক সহজতর হবে;

০৬) এ ডাটাবেজ অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগুলোর ভবিষ্যতে অনলাইনে পণ্য বিপণনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়াসহ অন্যান্য অনেক সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে যা অনেক অর্থ ব্যয় করে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিক ও কারুশিল্পীদের পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠে না;

০৭) এ ডাটাবেজের সমস্ত তথ্য শিল্পদ্যোক্তা ও কারুশিল্পীদের স্বার্থে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

ডাটাবেজে শিল্পের তথ্য অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া

ডাটাবেজটিতে জেলার সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারুশিল্পগুলো জেলার ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে অনলাইনে এন্ট্রি প্রদান করা হবে। এটুআই প্রোগ্রামের দেয় তালিকা হতে জেলার ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের ডাটা এন্ট্রির জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে অনলাইন সিস্টেমে তাদের আইডি-পাসওয়ার্ডসহ ইউজার তৈরি করা হয়েছে। ডাটাবেজে প্রতিটি শিল্প এন্ট্রির জন্য উদ্যোক্তাগণ ২৫/-(পঁচিশ) টাকা হারে অর্থ পাবেন। যিনি যত সংখ্যক শিল্প এন্ট্রি প্রদান করবেন তিনি তত বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। শুধু এন্ট্রি প্রদান করেই নয় ডাটাবেজটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সমগ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য এ ডাটাবেজ থেকে পাওয়ার সুবিধায় উদ্যোক্তারা সরকারি অন্যান্য সেবার ন্যায় পরবর্তীতে এ ডাটাবেজের তথ্য সরবরাহ করে অব্যাহতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাবেন। ডাটা এন্ট্রিতে স্থানীয় বিসিক এর কর্মকর্তাগণ উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবেন এবং উদ্যোক্তাদের এন্ট্রিকৃত শিল্পের তথ্যের সঠিকতাও বিসিক এর কর্মকর্তাগণ যাচাই করবেন। সরকারের এ উদ্যোগটি বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়, এটুআই প্রোগ্রাম যেমন সহায়তা করছে তেমনি স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কারুশিল্পীদের ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তাদের শিল্পগুলো দ্রুত ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্তিতে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, চেম্বার, নাসিব ও মিডিয়ার সহায়তা প্রয়োজন হবে। ডাটা এন্ট্রি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিসিকের পক্ষ থেকেও স্থানীয়ভাবে সভা-ওয়ার্কশপ আয়োজন ও প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিল্পের যাবতীয় তথ্যসম্বলিত ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য সম্ভাবনাময় এ ডাটাবেজটির সফল বাস্তবায়নে বিসিক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা আশা করছে।

বাস্তবায়নে : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

সহযোগিতায় : a2i প্রোগ্রাম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ